

নারায়ণ দেবনাথ

সম্পূর্ণ রঙিন

বালি ফল



হুইচ



ধরে নিয়ে আয়, ছুঁচোটাকে।



নারায়ণ দেবনাথ

নটে ফটে হইচই



পত্র ভারতী

৩/১ কলকাতা বো কলকাতা ৭০০ ০৯৯
www.banglapdf.net Exclusive



নারায়ণ দেবনাথ

আজকাল নাচের কেমন ধামাকা চলেছে-দেখেছো, কেলুঁদা? আমরা নেহাত নাচ জানিনি, নাহলে আমরাও ধামাকা করে দেখিয়ে দিতুম!

আরে ওসব আবার নাচ না কি! ওসব হচ্ছে তিড়িং বিড়িং নাচ!

তোরা জানিনস না, কিন্তু আমিও প্রবাসময় নাচের তালিম নিয়েছিলাম। তবে এসব তিড়িং বিড়িং নাচের নয় দস্তুর মতো শাস্ত্রীয় নৃত্য। চটার অভাবে প্রায় ভুলেই গেছি!

সাকি, কেলুঁদা, এসব তো বলোনি? তাহলে পুজোর ছুটিতে আমরা তোমাকে দিয়েই একটা নৃত্যের ধামাকা লাগিয়ে দেবো!

হলো, কেলুঁদা! ভাপ্পে স্যারকে আমাদের এই পরিকল্পনাটা জানাই।

আরে ওসব তো ভুলেই গেছিরে!

যেইকু জেনা আছে তাতেই হবে! দরকার হলে আমরা তোমাকে সাহায্য করবো!

স্যার! আমরা পুজোর ছুটির আগে একটা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অর্থাৎ নৃত্যানুষ্ঠান করবো ঠিক করেছি। তাতে কেলুঁদা একক ধামাকা নৃত্য পরিবেশন করবে।

সেতো ভালো কথা রে, নাটে আর ফাটে। কেলুঁ যে আবার নাচতে জানে তাতে জ্ঞানতাম না! তবে কাল আমাকে বেরোতে হবে, তোরা গুরু করে দিস। তাড়াজড়ি, ফিরলে কেলুঁর নাচ দেখা হবে।

আর আমরা দিনের বেলাতেই অনুষ্ঠান করবো, স্যার। তাহলে লাইটের দরকার হবেনা।

সেটা তোদের সুবিধেমতো করবি। তবে দিনের বেলাই ভালো।

দ্যাখো, কেলুঁদা! তুমি নাচ দেখাবে বলে আমরা বাড়িঘরের সবাই মিলে এই মঞ্চ তৈরি করেছি।

তালো করেছিস। কিন্তু আমার কথাটাকে ধরে নিয়ে গাভায় ফেলবে জাবিনি।

চোয়! জোগাড় হয়নি দাঁড়িয়েই নৃত্য শৈলী দেখতে হবে।

সেই ভালো হবে।

পরদিন বিকেলে-

স্বাধীনতার আনন্দ
নিম্নে এবার এই
অবস্থান শুরু
করছি। শুরু
হচ্ছে বুঝার
কেলুদার দৃষ্টিমান
একক ধামাকা
নৃত্য।

ওরে বাবা!
কি হবে রে, ফল্টে?

নাও, এবার শুরু
করো কেলুদা!

শুধু পোজ দিয়ে দাঁড়িয়ে
থেকো না, ধামাকা নৃত্য
শুরু করে দাও।

নাচো, কেলুদা,
নাচো!

কেলুদা হাবড়ে
গেছে রে, ফল্টে।
ধামাকা বের কর
শিগগির!

এইসে, বের
করেই রেখেছি
রে ফল্টে!

এইবার শুরু হবে
ধামাকা নৃত্য!

এবার তাড়াতাড়ি
সামনে চলে আয়
যাতে কেউ বুঝতে
না পারে যে পটিকা
আমরা ফেলছি

ওরে বাবা রে!
গেলুম রে!

দম দম!
ফল্টস!

দারুণ
হচ্ছে গো
কেলুদা!

ফল্টস!
ফল্ট!

এসে গেছি। এবার দেখি কেলু
কি রকম নৃত্যকলা- আরে
আরে একি করছিস?

আরে, আরে, আমি তাড়াতাড়ি
এলুম তোরা নাচ দেখতে আর উল্টে
তুই লাফ মেরে আমার কোলে এল
চাপলি। এর মানে কি?

বামা, পটিকা-
স্যার, আমায়
নিম্নে চলুন।

আমি তোকে কোলে করে নিয়ে যাবো।
হতচ্ছাড়া! শিগগির নাম বলছি। না
হলে আমি তোকে নাচাতে নাচাতে
নিয়ে যাবো।

গতিক সুবিধের
নয় রে, ফল্টে
সবাই বেটে
পড়েছে, চল
আমরাও
মহাদান
কাঁকা করে
দিই।



নাটে আর ফাটে



নারায়ণ দেবনাথ



আজ আপনাকে খুবই উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে, স্যার?

আরো আজ বিকেলে বোর্ডিং পরিদর্শকের জন্যে পরিদর্শক আসবেন।



কিন্তু এতো অল্প সময়ের মধ্যে ঠিকো অভ্যর্থনার কি করা যায়, বলতো?

আপনি কিছু জাববেন না, স্যার! আমি আছি না? সব ব্যবস্থা করে দেবো।



এইষে, নাটে, ফাটে জুতো, গদাইরা! আজ বিকেলে পরিদর্শক আসবেন আমাদের বোর্ডিং পরিদর্শন করতে। স্যার আমাদের দায়িত্ব দিয়েছেন-



পরিদর্শক মহাশয় এলে তাঁর অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করতে যাতে বোর্ডিং আর স্যারের সুনাম হয়।

জে জো জোমাকে দায়িত্ব দিয়েছে তুমি করবে।



কেশ তাহলে স্যারকে বলি যে তোরা চাস না বোর্ডিং আর স্যারের সুনাম হোক।

আমরা তাই বলেছি না কি। বলে আমাদের কি করতে হবে?



জেই খাবি, শুধু গাধার মতো জুলা খোল করে! আরো তোদেরই তো সব করতে হবে। আমি খালি গেলিন থেকে নির্দেশ দিয়ে যাবো। এখন চট করে মিস্ট্রির দেকান থেকে বেশী করে দেওয়ার মিস্ট্রি নিয়ে আয়। টোকা দাও।



ওঁতো জোদের রোগ! তোরা জেনিস সব সময় আমার কাছে ব্যাগ থাকে না আর স্যারের কাছেও চাওয়া যায় না। সেটা বুঝেছিস তো?

বুঝেছি।



তাহলে যা যা বলেছি ঝট করে নিয়ে আয়। তোরা এনে দিলে তারপর আমার কাজ।

এই নাও
তোমার দৈ,
কেলুদা!
কিন্তু এদিয়ে
কি হবে?

আর এই
যে তোমার
বসগোল্লা!
ভেরি করলো!

এদিয়ে তোমি
অনুত সববে
ভেরি করলো!



এবার দ্যাখ, দুই দিয়ে ছোলের
স্পশাল শরবৎ বানাচ্ছি। এবার
পরিদর্শক এলে প্রথমেই এই
শরবৎ দিয়ে অভ্যর্থনা করা হবে।
দেখবি গরমে তেতে পুড়ে এসে
এটা খেয়ে কিরকম
আরাম পাবেন।



তোরা ছোলটা একটু নাড়তে থাক।
আমি স্যারকে আশ্রস্ত করে আসি।
আর দেখি উনি এলেছেন কিনা।

তুই নাড়, নল্টে আমিও
বিসচন থেকে গুরে আসি।



কিচেনে মা খুঁজতে গিয়েছিলাম
তা পেয়েছি বলেই কেলুদার
শরবৎের স্বাদ আরো বাড়িয়ে
দিতে পারলুম। এবার না আসা
পর্যন্ত ঘুঁটিতে থাক।



আসুন, আসুন, স্যার!
নমস্কার!
নমস্কার!
আপনার আর
আপনার বাড়িংয়ের
তো খুবই সুনাম।



এই নিন স্যারেরা!
আমার ভেরি এই
স্পশাল শরবৎ
খেয়ে তাগা হয়ে
নিন!

দে, ঠুকে আগে দে।
ছোলেটি খুবই কাজের
ওইতো সবকিছু
করছে।



নিন, স্যার!
চুমুক দিন।

হ্যাঁ, এইযে
দিচ্ছি।



ওয়্যাক্স!
মরোচে!
কি হলো?

ফুরাট!



গতিক জুবিলের
নয়। এখন সারে
পড়াই ভালো।

আমাদের কাঁধে
চপে বাহবা নেবে?
উচ্ছে রসের কি
কার্যক্ষমতা
দেখাচ্চিস?





নারায়ণ দেবনাথ



এইম্মে, তোরা এখানে গুলতানি করছিস আর আমি চারদিকে তোদের খুঁজে মরছি।

কেন স্যার? আমরা তো কিছু করিনি।



তোরা করিসনি কিন্তু পাড়ায় চুরি, পকেটমারি, ছিনতাই। কি হারে বেড়েছে সে খেয়াল রাখিস? মার্কেটিং করে ফেরার গথে বোর্ডিংয়ের পকেটমারি হয়ে গেলে!

(সকি, স্যার! পকেট থেকে টাকার ব্যাগ তুলে নিলো আর আপনি টেরই পেলেন না!)



বোকার মতো কথা বলিস না তো। টের পালে তো ব্যাটাকে ধরেই ফেলতাম। চারদিকে নজর রাখবি। এই বলে গেলাম।

রাখবি কি বলছেন, স্যার, রাখতেই হবে। ব্যাটারা অন্যের টাকা পয়সা ছিনতাই পকেটমারি করবে আর আমরা চুপচাপ থাকবো তা তো হতে পারেনা।



স্যার যাওয়ার পর-

স্যারকে যে বললে চুপ চাপ থাকবে না, কি করবে তুমি কেলেউদা?

একটা অবুসন্ধানী দল করবো, নাম হবে ছিদ্রাশ্রম্শী



এ আবার কেমন নাম হলো গো কেলেউদা? ছিদ্রাশ্রম্শী!

কেন নয়? ওদিকে সত্যাবেশী ব্যামকেশ বক্সী আর আমি ছিদ্রাশ্রম্শী কেলেউদা।



সত্যাবেশী ব্যামকেশ সত্য খুঁজে দুষ্কৃতি ধরতেন, আমি দুষ্কৃতিদের ছিদ্র খুঁজে ওদের পাকড়াবো। তোরা আমার সহকারী হয়ে দুষ্কৃতিদের ছিদ্র খুঁজে তে বেরিয়ে পড়বি চল, নতে আর ফল্টে!

সেইমতো- (শোন, নল্টে আর ফর্কে, চারদিকে কড়া নজর রাখার। সন্দেহ জনক কিছু চোখে পড়লেই আমাকে বলবি।)



কিছুদূর যাওয়ার পর- কে রে, নল্টে আর ফর্কে! সন্দেহ জনক কাউকে তো চোখে পড়লো না!



মনে হচ্ছে, তোমার মানে ছিদ্রা বোম্বার তুমি বোধহয় সব আত্মগোপন করে ছিদ্র বুজিয়ে ফেলছে।

কিছু পরে একটা মোড় ঘুরতেই-

দেখো, দেখো, কেল্টুদা! দুজনে মুন্সো চেহারার লোক সন্দেহ জনক ভাবে লাইট পোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে গুজ গুজ ফুস ফুস করছে।



ঠিকই বলেছিল। দেখতেও মস্তান টাইপের। এরা অবশ্যই দুষ্কৃতি না হয়ে যায় না। কড়া নজরে রাখ, নল্টে আর ফর্কে!

কাল ইন্টিজিংটা এখানেই ঘটেছিলো বলে রিপোর্ট করেছিলো না।



হ্যাঁ, তাই বলেছিলো! দলে নাকি তিনজন ছিলো, একজন একটু বড়ো অন্য দুজনের বয়স নাকি একটু কম।

ওরা কি গ্ল্যান করছে সেটা যদি টের পাওয়া যেতো রে, নল্টে আর ফর্কে!



অতো ক্যামেলার কি দরকার সন্দেহ মখন হয়েছে তখন পুলিশ ডেকে আনি।

চমৎকার! এই না হলে বুদ্ধি! পুলিশ ডেকে আনি। আরে পুলিশ দেখলেই তো সটকাব! তাকে সহকারী করাটাই তুলে হয়েছে দেখছি!



বেশ, তাহলে তুমিই বলো কি করে ওদের ছিদ্র বের করে ধরবে!





পরদিন বিকেলে-
ডেকেছিলেন, স্যার?



সব বোর্ডিং স্কুল সুপারদের
একটা মিটিংয়ে হাজির থাকতে
হবে। ফিরতে হয়তো একটু
সময় লাগতে পারে।

সাবধানে থাকবি। আমি
না ফেরা পর্যন্ত সজাগ
থাকবি। চোর ছ্যাচোর
না ঢোকে নজরে রাখবি।

কোন চিন্তা করবেন না স্যার!
আমি আছি না। আপনি
নিশ্চিন্তে গিয়ে মিটিং সেরে
আসুন।



ঘর থেকে বেরিয়েই বিপত্তি-
একি! আমার জুতো
গেলো কোথায়?
এখানেই তো ছিলো
এখনো তো সন্ধ্যা
হয়নি, এর মধ্যেই
জুতো চুরি!



সেকি! আপনার
জুতো চুরি
গেছে? কোথায়
রেখেছিলেন, স্যার?

আরে এখানেই তো রেখেছিলাম।
নতুন জুতো, এবারে পুরোনো জুতো
পরেই বেরোতে হবে।

চোরের কি সাহস!
দেখেছেন স্যার, ঘর
থেকেই প্রায় দিন দুপুরে
চুরি! এর ব্যবস্থা করতই
হবে, স্যার।



বেরোচ্ছি। আমি না ফেরা
পর্যন্ত জেগে চারদিকে নজর
রাখবি। আমি নেই জেনে ঘর
থেকে আমার
কিছু না
হাটিয়ে নেয়!



সে আর বলতে হবে না,
স্যার! ফিরে দেখবেন
হয়তো চোরকে ধরে
ফেলেছি!

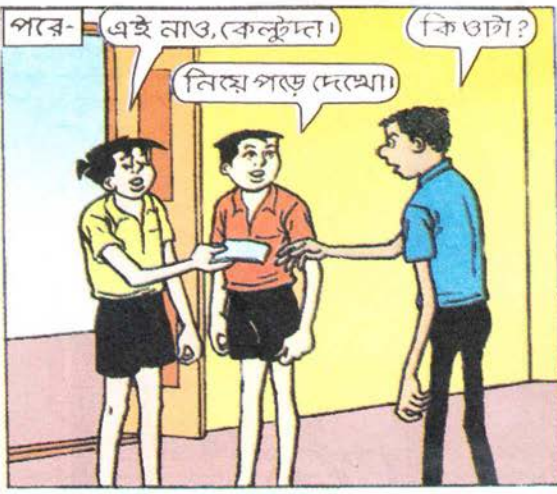
সুপারিনটেন্ডেন্ট যাবার বেশ কিছু পরে-
কিচেন থেকে
চাউনি ময়দা
নিম্নে আয়তো
নটে।



এখনো
আনছি।
এইহলে, ফলেট
ময়দা। কিন্তু
কি করবি?



দ্যাখনা
কি করি।





ঘমদা ছড়িয়ে দিলুম। স্যারের ঘরে
কেউ ঢুকলে পায়ের ছাপ পড়বে।
তাহলেই বোঝা যাবে ঘরে
কেউ ঢুকছে আর
তারপরেই ক্যাচ!



ওদিকে সুপারিনটেন্ডেন্ট-
ভাবছি ওদের ওপর আত্মা রাখা
যায়না। আমি বরঞ্চ ফিরে গিয়ে
ওদের অজান্তে পিছনের পাঁচিল
টপকে ঘরে ঢুকে
বিছানায় ঘাপটি
মেরে থাকবো।
তারপর-



রাত হয়েছে, চল
বাইরেটা ঘুরে
দেখি। স্যারকে
যে বলেছিলো
বেজের রাখবে
তার পাতা নেই।
তারা বোধহয় নাক
ডাকছে-আরে, কে
যেন পাঁচিল টপকাচ্ছে
মানে হচ্ছে!



তাইতো রেফটে!
এবার বোধহয় চুরি
করতে স্যারের
ঘরেই ঢুকবে।
চল, কেল্টুদাকে
জেনিয়ে ওর
সাহায্য চাই।



কিরে? চারদিকে
বেজের রেখে পুরে
একটু রেস্ট নিচ্ছি,
তোরা এলি বাগড়া
দিতে। তোরা কি রে?
তুমি বেজের রাখেছ
আর ওদিকে
স্যারের ঘরে
চোর ঢুকছে!



কি বললি? স্যারের ঘরে
চোর ঢুকছে? জুড়ো
লিয়ে লাড় বেড়েছে!
শিগাগির চল, কুইক!
স্যারের কাছে
চোর ধরার এই
বাহাদুরিটা
তোমাকে দেবো।
বলে তাই ডাকছে
এলুম, কেল্টুদা!
চলো!



দ্যাখো, কেল্টুদা, ঘমদার ওপর চোরের
পায়ের ছাপ।
শু-শু-শু!



স্যারের খাটে শুয়ে
আরাম করা হচ্ছে?
আরাম হারাম হয়ে
এবার লাটে উঠবে!
সাবধানে, কেল্টুদা!





নারায়ণ দেবনাথ



হঃ-হাঃ-ইয়াঃ!

আরে, কেলুদা সকাল বেলাতেই এ কি করছে রে নটে?

এতো সকালে এরকম হ-হা করে কি করছে গো, কেলুদা?

মার্শাল আর্ট প্র্যাকটিস করছি রে, নটে আর ফটে!



তা মার্শাল আর্ট নিয়ে তুমি হঠাৎ মোতে উঠলে কেন গো কেলুদা?

একটা বিদেশী সিলেমায় মার্শাল আর্টের নামা কায়দা কানুন দেখেই আমি অনুপ্রাণিত হলোম!



মাক, তোরা এসে ভালোই করেছিস! তাদের এই মার্শাল আর্টের একটা নমুনা দেখাচ্ছি। এই বেলুনটা তুই হাতে এভাবে ঝুলিয়ে রাখ তরপর দেখবি আমি পা দিয়ে -



-টাটিয়ে বেলুনটাকে ফাটিয়ে দেবো!

হাতে লাথারে না তো?



একি রে! লাথির আগেই যে বেলুন ফেটে গেলো কেলুদা!

কেলুদার লাথি খেয়ে ফাটার ভয়ে নিজেই ফেটে আত্মবলিদান করলো!



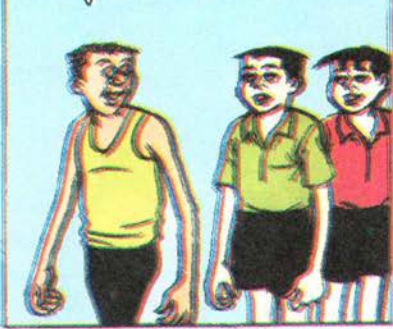
তোদেরই ভাগ্য খারাপ তাই তোরা আমার পায়ের চাটায় বেলুন ফাটার কৌশলটা দেখতে গেলি না, নটে আর ফটে!



ওটা আবার পরে দেখাবো। কিন্তু মার্শাল আর্টে সব থেকে যেটা আমাকে আকর্ষণ করেছে সেটা হলো চোখ বাঁধা অবস্থায় লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করা!



আর আমি ওটা রপ্ত করে ফেলেছি।
তোদের করে দেখাচ্ছি। দাঁড়া, চোখ
বাঁধার জন্যে কিছু একটা নিয়ে
আসি।



সব কিছু নিয়ে আমাদের
সবজ্ঞাতার ওস্তাদি দেখানোর
রোগটার সারাবার ব্যবস্থা
করতে হবে। শোন-ফিস-ফিস-
ফিস-ফিস!!



একটু পরে-
নে, এবার এটা দিয়ে
চোখটা বাঁধ।
এই মওকায়
একটাকে ঘুষোবো।



তোদের নড়াচড়ার শব্দেই
আমি বুঝে নেবো যে তোরা
কোথায়। আর তারপরই-



কলুটনা আপনাকে
এখুণি ডাকব, স্যার।
কি একটা নতুন
আর্ট দেখাবে।

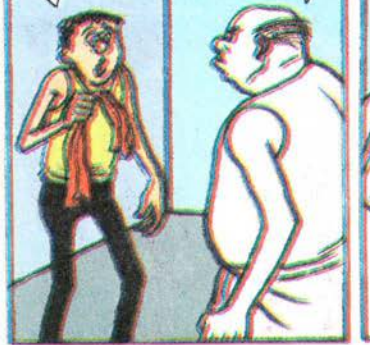


ভাই নাকি
চল দেখি
কি নতুন
আর্ট।

ভোরা দরজা দিয়ে পালানোর চেষ্টা
ক'রছিস, কিন্তু মাবার আগে দু'চারটে
ঘুসি খেয়ে যা।
আরে-আরে,
এটা কি হচ্ছে?



একি! স্যার?
আপনি হঠাৎ
এখানে উদ্দয়
হলেন কোথেকে?



চাহলে আমিও চোখ খুলে তোকে
একটা পুরোনো আর্ট দেখাচ্ছি।
এই দ্যাখ।



ভূমিদেখাতে পারলে না, কিন্তু স্যার
তোমার ওপরে জেনারেল মার্শাল আর্ট
প্রদর্শন করে গেলেন, হিঃহিঃ!!





এই যে, নটে আর ফটে!
এবারে একটা ব্যাপার
আমরা তুলেই মেরে
দিয়েছি!

সেটা কি এমন
ব্যাপার গো,
কেলুদা?

প্রতি বছরেই করা
হয় এবারেই করতে
বেমালুম তুলে গেছি!

কি গুখন থেকে তুলে
গেছি তুলে গেছি করছি
কেলুদা! কি তুলেছো
সেটা বলবে তো?

নটে আর ফটে



নারায়ণ দেবনাথ



সেটা স্যারের
জন্মদিন
পালন! সে কথা
এবারে তুলেই
গিয়েছিলাম। আর
আজই তো স্যারের
জন্মদিন!

তুল যখন হয়েই
গেছে গুখন এবারে
জন্মদিন পালন
নাই বা হলো,
কেলুদা!



সেকি রে! তোরা
স্যারের জন্মদিন
পালন করবিনা?
ঠিক আছে, স্যারকে
গিয়ে জানাই। স্যার
হয়তো আমায়
থাকবেন!

আরে এটা
আমরা
এমনিই
বলেছিলাম
কেলুদা!



তাহলে চল, স্যারকে
খবরটা জানিয়ে আসি।
স্যার খুব খুশি হবেন!

বেশ চলো,
স্যারকে
জানিয়ে
আসা মাক!



আজই আপনার
জন্মদিন, স্যার!
সেই উপলক্ষে
আমরা আপনাকে
সম্বন্ধনা দেবো!

আমি জানতাম
তোরা আসবি।
আমার জন্মদিনটা
কেলু ঠিক মনে
রাখে!



দেখলি তো, স্যারের
জন্মদিনের অবস্থান
না। করলে স্যার মনে
কতো দুঃখ পেতেন!

তা তো
দেখলুম,
কিন্তু আজই
কি করে সব
করবে গো,
কেলুদা?



সময় নেই বলই তো জড়াজড়ি সব
করতে হবে। আমি এদিকটা সামলে
নেবো, তোরা বাইরের যা দরকার মিলি
ফুলের তোড়া কিনে নিয়ে আয় ঝটপট!

ব্যাস ছাড়ো চটপট! এখুনি
যাচ্ছি!

এই তোদের একটা ব্যামো নটে
আর ফরে! আমি কিছু করতে
বলেই ক্যাস চাইবি! তাও আর
স্যারের ব্যাপারে। ঠিক আছে
স্যারকে তাহলে জানিয়ে আসিয়ে
অবস্থান হবেনা।

ঠিক আছে,
মিস্টি, ফুল এনে দিচ্ছি!



জেবেছিলুম
বড়দিনে বাইরে
বেরিয়ে দুজনে
বেশ খাওয়া
দাওয়া করবো
তার দফা রফা
হয়ে গেলে।

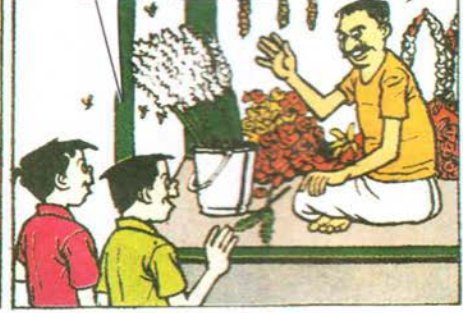
যা বলেছি।
ওহুহু স্যারের
পেটোয়া ও
যা বলবে, স্যার
তাই বিশ্বাস করবো।
চল, ফুল আর
মিস্টি কিনে
নিয়ে আসি।



ভালো করে
একটা ফুলের
তোড়া বানিয়ে
দিন একজনকে
উপহার দিতে
হবে।

এখনি দিচ্ছি। সুগন্ধি ফুল
দিবে ডেরি করে দিচ্ছি।
মাকে দেবে সে ফুলের
গন্ধে মাতোয়ারা হয়ে
যাবে!

ফুলের দোকান



কেলুদার দাদাগিরি বন্ধ করতে
আমাদের হাতিয়ার ফুলের
তোড়ায় এসে ঢুকেছে রে, ফরে!



এই নাও, কেলুদা! এনেছি
ফুলের তোড়া
আমাকে দে,
তারা মিস্টি
নিয়ে আয়।

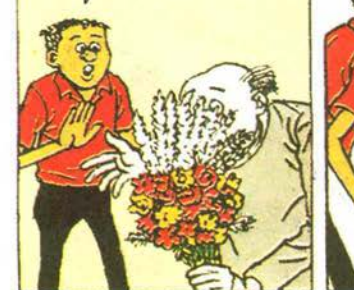


এই নিন, স্যার!
আপে আপনাকে
ফুলের তোড়া দিবে
বরণ করে নিই।

বাঃ! দারুণ জুনের
ফুলের তোড়া তো!
আর ফুলের গন্ধও
চমৎকার। তোর
পছন্দের তারিফ
করতে হয় রে, কেলুদা!



উঃ! গেছি রে!
ক্বি-কি হলো,
স্যার?



একি, স্যার! ফুল শুঁকে
আপনার নাক এরকম
ঢাক হলো কি করে?



কি করে, সেটা তোকে
শৌকালেই বুঝতে
পারবি।

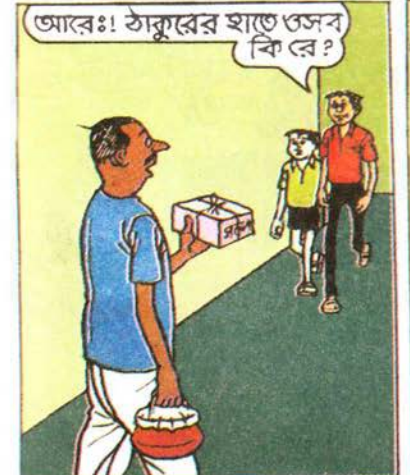
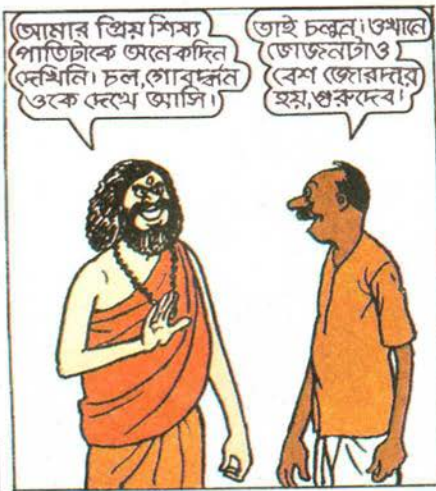


স্যার এখন
ওকে ফুল শৌকালে
ব্যস্ত! তাহ এই
মিস্টি আমেরাই
থাই।



বল্ট আর ফল্ট

নারায়ণ দেবনাথ





সন্তুষ্টপর- তোমার বোর্ডিংয়ের
এই ছেলেরা খুবই
সেবাপরায়ণ আর পাচকের
বন্ধনের আদরের কোন তুলনাই
নেই!



তাই মনস্ক
করেছি যে, তোমার
এই বোর্ডিংয়ে
আরো কিছুদিন
থেকে যাবো।



(সন্তো আমার
সৌভাগ্য: আপন
যতদিন ইচ্ছা
থাকতে পারেন।)



তোমার কথায় খুবই
প্রীতি হলো মন বৎস।
এবার পোন, মধ্যাহ্ন
ভোজনে আজ
কুকুট মাংসের
ব্যবস্থা কর।



বেশ, সেই ব্যবস্থাই
হবে, গুরুদেব!



গুরুদেব এখানে আরো বেশ
কিছুদিন থাকবেন যে, নল্টে আর
ফল্টে। দল্লাই মলাই করে করে
তো বুলো ব্যথা হয়ে গেলো কি
করা যায় বলতো?



গুরুদেবের
হাত থেকে উদ্ধার
পাওয়া হলো কিছু
একটা করতাই
হবে!



এতো ঠাকুর
জ্বাসছে। আজ
কি মেনু হবে
জিজ্ঞেস করি।



আজ গুরুদেবের
দুপুরের খাওয়ার
কি মেনু হচ্ছে
ঠাকুর?



গুরুদেবের
জন্মে আজ
চিকেন রোস্ট
হবে, নাকুয়া
বাবু!



স্যারের গুরুদেবের নোলা
বড় বেড়েছে। চিকেন রোস্ট
খাবেন। এ খাওয়া দিয়েই
গুরুদেবকে ছাওয়া করে দেবো!



তা যদি পারিস তবে
আমি তাদের সঙ্গে
আছি, নল্টে আর
ফল্টে!



পরে রসুই ঘরে-

গুরুদেবের জন্যে
চিকেন রোস্ট কেমন
হয়েছে দেখাবে, ঠাকুর?
কখনো ভোদেখিনি।



এ উখানে গিয়ে দেখো। হামাকে
আবার সেবার জেনো খাঁট
রাষ্ট্রা কোরতে
হবে।



ঠাকুরের এদিকে নজর নেই।
তুই বেশ ভালো করে জিনিষটা
ছড়িয়ে দে।
(সে আর বলতে
হবেনা।)



মধ্যাহ্নে-

চলুন
গুরুদেব, আপনার
মধ্যাহ্ন ভোজনের
ব্যবস্থা করা হয়েছে।

চলো, বৎস!
সুখারও
উদ্বেক
হয়েছে।



বিন, গুরুদেব,
আপনার ইচ্ছানুযায়ী
ঠাকুর চিকেন রোস্ট
বানিয়েছে।

ওঃ! কি
জিনিষ
বানিয়েছে
রে, পাতি!
মেথই জিতে
জল আসছে!



অভীর চমৎকার
তোর পাচকের
রন্ধন নৈপুণ্য রে,
পাতিরাম!

আপনার
ভালো লাগলে
সার্থক!



কিন্তু ভোজনের অর্ধপথেই-
ওফ! কি, কি হলো, গুরুদেব?



ভেতরে কে? তাড়াতাড়ি বেরাও
বৎস!



ভেতরে কেউ
ও একবার
চুকলে সহজে
বেরোয় না!

পাঁচ মিনিট অন্তর বারদশেক
ছোটাছুটির পর-

এটা নিয়ে
বারদশেক হুগে গেলো
এখন স্থান পরিবর্তনের
খুবই প্রয়োজন বৎস!



জেদেই অপরাহ্নে-

বৃৎস, তোমর
পরিবেশের পরিবর্তন ঘটানো। তুই
জামার আরো এক প্রিয় শিষ্য গোবিন্দ
গড়াইয়ের জন্যে প্রাণ আনমন করিছে
তাই,
চলো
যাই।



কি কেউন্টা, বলেছিলাম যে খাওয়া
দিয়েই খাওয়া করে দেবো এমন
কড়া ডোজে দিয়েছিলাম যে গুরুদেব
বু কুট রোস্টটাও শেষ করতে পারতেনি





নলেট আর ফলেট



নারায়ণ দেবনাথ



একি বিরল দৃশ্য দেখছি রে, নলেট। কেলুট্টা বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে!

ভাইতো দেখাছি। চল, জিজ্ঞেস করে দেখি।



তুমি এমন গোমড়া মুখে গালে হাত দিয়ে কি ভাবছে গো, কেলুট্টা?

কেলুট্টা গালে হাত দিয়ে ভাবছে এতো আমরা! ভাবতেই পারিনা কোন সমস্যা?



সমস্যা মানে খুবই গুরুতর সমস্যায় ভুগছি রে, নলেট আর ফলেট!

তোমার কি সমস্যা সোটা বলবে তো!



কি আর বলবো বল! আমার কপাল খারাপ আর ভাগ্য বিরূপ!

তোমার কপাল খারাপ ভাগ্য বিরূপ তুমি বুঝলে কি করে, কেলুট্টা?



তাহলে দ্যাখ, পাঁচটাকা খরচ করে একটা লটারীর টিকিট কিনেছিলাম। এইমো টিকিট।

কিনেছিলে তাতে কি হয়েছে? সবাই কেনে, নম্বর মিললে টাকা পাবে!



তবে আর বলছি কি! লটারীর টাকাটা একেবারে নাগে ডগা দিয়ে বেরিয়ে গেল। আমার টিকিটের সঙ্গে সব নম্বরই মিললো শুধু শেষ নম্বরটাই গোলমাল করছিলো।

তিনের জায়গায় দুই হয়ে গেলো। তা হলেই বোঝা ভাগ্য বা কপালটা কেমন!



কয়েকদিন পর-
হৈ! বোর্ডিংয়ের এই জায়গাটা
আগাছা আবর্জনায় ভর্তি। এখানটা
পরিষ্কার করে পটলের চাম বসাবা
যায়।



এই যে, কেবুট!
আমার সঙ্গে
চলতো।



কোথায় যাবো
স্যার?

দেখেছিস? জায়গাটা কোপ আর
আগাছায় ভর্তি হয়ে আছে। আমি
চাই এগুলো পরিষ্কার করে মাটি
কুপিয়ে এখানে পটলের চাম বসাবো,
তাহলে বাজার থেকে আর
পটল কিনতে হবে না।



এই ব্যাপার? এজলো
একটুও ভাববেন না, স্যার।
নটে আর ফটেটা বোর্ডিংয়ের
কোন কাজে
করে না।
ওদের দিয়ে
করাবো।



আমি বলে দিলাম, এবার
তুই নিজের বামাকে নিয়ে
পারিস
করাবি।

পরে-
এই যে, নটে আর ফটে
লুডো ছেড়ে এবার হাতে
কোদাল তুলে নাও!



কেন, কেবুটদা,
কোদাল হাতে
নিয়ে কি করাবো?

এখানে ঘাস আর আগাছা
পরিষ্কার করে মাটি কোপাও।
স্যার এখানে পটলের চাম
করবেন।



অ্যাঃ! এতো জায়গা
পরিষ্কার করে আবার
কোপাতে হবে?

দুঘন্টা পর-



ওফ!

আগাছা সাফ হয়ে গেছে
দেখছি। এবার মাটি কোপাতে
শুরু করে দে,
নটে আর ফটে।



কোপানো তো
তোমারও উচিত,
কেলুন্দা।

না, আমি কোপাবো
না। আমার কাজে
তোরা কাজে ফাঁকি
দিচ্ছিস কিনা তার
তদারকি করা।



কিছু পরে-

ওকে দিয়ে কোপানোর
একটা দারুণ মতলব
এসেছে রে, ফলটে।
(শোন-ফিস-ফিস)
কেমন হবে বলতো?

দুর্দান্ত,
টেরিফিক
আইডিয়া!
আমার কাজেই
আছে একটা।



আশ্চর্যটা পরে-
কি হলো? কাজ
বন্ধ রেখে কি
দেখাচ্ছিস?

কাদালের সঙ্গে
উঠে এলো, চক চক
করছে এটা কি গো
কেলুন্দা?



হ্যাঁগো, কেলুন্দা এটা কি কোন গুপ-
একদম চুপ। ওসব কিছু না।
তোদের আর কোপাবার
দরকার নেই বাকিটা আমিই
দেখছি।



জ্যোতিষীর
সেই কথা
এবারে
বোধহয়
ফলটে
চলেছে
আমার
কপালে
গুপ্তধন
নাচছে!



মোহরের ঘড়াটা যে ঠিক কোথায় আর
কতোটা নিচে তা বোকা যাচ্ছে না। মনে
হচ্ছে আরও গভীর করে খুঁড়তে হবে।



সূর্যাস্তের কিছু আগে-
ওফস! এখনো পেলুম না!

একি করেছিল?
পেলিনা জেটা কি?



গুপ্তধন
সম্ভার!
পটলের চাম্ব করবো বলে জন্মগাটা
খুঁড়তে বলেছি, আর তুই কিনা
কবরের গর্ত খুঁড়ে গুপ্তধন খুঁজছিলি?
এবার আমি তোর খোঁড়া এই গর্তে
তোকেই চাপা দেবো
হতুচ্ছাড়া
হাড়াগিলে!



হুতাস হওয়ার
কিছু নেই কেলুন্দা।
এখানে পাওনি তো
কি হয়েছে, অন্য
বেসখাও পাবে।

মহাজনেরাই
বলে গেছেন
একবারে না
পাইলে দেখো
শতবার।
হেঃ হেঃ!



নারায়ণ দেবনাথ





নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ

দ্যাখ! কাগজে খবর বেরিয়েছে কোথায় যেন
রান্নাঘরে বাঘ ঢুকলে পড়ে। তারপর বাড়ির
লোক রান্নাঘরে ঢুকতেই অ্যাটাক করে।



কি সাংস্হাতিক কাণ্ড গো,
কেলুঁদা? লোকালয়ে তা
আবার রান্নাঘরে বাঘ?
যে ঢুকছিলো তাকে
খেয়ে ফেলেনি তো?

খুঁতে পারেনি, তলে
আঁচড়ে কামড়ে
লাকি গুরুতর জখম
করে দিয়েছে।



আচ্ছা, কেলুঁদা!
আমাদের রান্নাঘরে
যদি ওরকম একটা
বাঘ ঢুকলে পড়ে?

আর পরে
তুমি ঢুকলে,
তাহলে কি হবে
গো, কেলুঁদা?



হেঃ, হেঃ! আরে আমিও তো
চাই আমাদের রান্নাঘরে বাঘ
ঢুকুক তারপর ব্যাটা বাঘের
কি হাল করি দেখাবি। হাল
খুলে আবার সুন্দরবনে
পাঠিয়ে দেবো।



কি সাংস্হাতিক! জঙ্গলের বাঘ
বাড়িতে এসে ঢুকছে! আসছিলো
হাতি এবারে বাঘ। কখন এসে
ঢুকলে পড়বে ঠিক নেই। ছেলেদের
সাবধান আর
সতর্ক থাকতে
বলি।



এইসে, তোরা! শোন,
সাবধানে থাকবি।
ঘরে রান্নাঘরে বাঘ
ঢুকলে পড়ছে!

আমাদের বাঘের
জয় নেই স্যার।
কেলুঁদাই বাঘের
মহড়া নেবে।



বাঘ যদি কখনো
আসেই কোন জয়
নেই স্যার। আমি
আছি না?



বেশ, তাহলে
ভুই-ই জুরসা
কেলুঁ!

পরে-
এইসে, জাই, নটে।
বাড়িঘরে রান্নাঘরে
কি বাঘ ঢুকবে?

ঢুকতেই পারে,
জাই, ফটে!



পরদিন বিকেলে-

আমার বৈকলিক চায়ের
সঙ্গে পাঁচটা ডিমের অমলেট
করে দিও, ঠাকুর।

এখুনি
লিয়ে
আসছি,
সাব।



রান্নাঘরে-

গর-ব-র!

আরে বাপরে!

শের!



বাপরে! কিচেননে
শের সুপারিটেন,
সাব!

অ্যাঃ! ওরকে
আচ্চিস, শিগগির
কেলুকে ডাক!



ক্বি-কি হয়েছে,
স্যার?

যা ওয় করেছিলান
ভাই হয়েছে। রান্নাঘরে
কোথেকে বাঘ এসে
চুকছে। এখন তুই-ই
ডেরসা!



কোথায় বাঘ? আন্দুক
না একবার আমার
সামনে।

গর-ব-র!
গাঁক!

ইরক!



ওরে বাবারে! ঞম
সৌদের বনের কেদে
বাঘ!

তোর তো বাঘকে
ধরার কথা, ডিলেট
তুই আমাকে এলে
জাপটে ধরলি,
হতচ্ছাড়া?



এদিকে-

অপারেশন
বাঘ কেমন
জমেছে রে
নর্কে?

দারুণ! কেল্টার
কেরামতি ধরা
পড়ায় স্যার দক্ষ
স্বপ্ন আছে। তুই
এই ডোমোডোলে
বেরিয়ে যা।



আমি রান্নাঘরে
গিয়ে দেখে এলুম
বাঘ নেই। হেঁচ
শুন বোম্বুয়
গা ঢাকা দিয়েছে!

বাম্পে দরকার
নেই। কেলুট
কোথায় খুঁজে
বের কর, তুরন্ত!



ওকে খুঁজে বের কর
হাতে পালে ওকে সোজা
সৌদের বনে বাম্পেদের
ডেরায় পাতিয়ে দেবো।

ঠি-ঠিক আছে,
স্যার। খুঁজে
দেখছি।





নটে আর ফটে

নারায়ণ দেবনাথ



হতচ্ছাড়া নটে আর ফটেটা
স্যারের কাছে ভাঙার খবর
বাবুর পারাটা বাড়ান বাড়
নামিয়ে দিচ্ছে! আমিও
খেল দেখাচ্ছি!



কেলুই যো! হঠাৎ এ
সময়ে? কিছু বলবি?



ইয়া স্যার! আমার
শরীরটা যেন
কিরকম বরছে
আ-আ-



আঁ-আঁ-আঁ-
আরে আরে,
একি! কি হলো
রে তোর কেলু?



আঁ-আঁ-
অ্যাফ!
উফ!
ওরে, নটে আর ফটে
তোরা সব শিগগির
আয়! দ্যাখ কেলু
কিরকম বরছে!



কি হলো, স্যার? একি!
কেলুইদার এ অবস্থা
হলো কি করে?
লোঁও-ও!
দ্যাখনা
এসেই পড়ে
গিয়ে হাত পা ছুঁড়ছে
শুরু করেছে!



তুলে নিয়ে গিয়ে ওকে শুইয়ে
দে! দেখিস পড়ে যায়
না যেন!
চলো, কেলুইদা
আমরা ধরে
নিয়ে যাচ্ছি!



এখন একাউ
জালো আছে
তো, কেলুইদা?
না-না-জালো
নেই-ও-ও-



ওঃ! উফ-ওফ-হঃ-হাঃ!
মরেচে! হাত পা
ছুঁড়ছে যে রে!
ধূপ-ধূপ!



কি হলো বলতো?
থেকে থেকে কেলুটন
রুপে উঠছে!

ডালো
মনে হচ্ছে
না, চল
স্যারকে
গিয়ে বলি



কেলুটন এখন
কেমন আছে
রে, নটে আর
ফর্মে?

ডালো, নয়, স্যার।
থেকে থেকেই হাত পা
ছুঁড়ছে। একবার ডাক্তার
সেঁখে গেলে ডালো
হতো, স্যার।



কে, ডাক্তারবাবু আমি বোর্ডিং
স্কুলের পাঠিরাম হাতি বলছি
আমার স্কুলের এক ছাত্র খুব
অসুস্থ হয়ে পড়েছে। আপনি
শিগগির একবার আসুন।



কে, আপনার
রুগী কোথায়?

ঘরে শুয়ে
আছে দেখবেন
চলুন।



তোমার ঠিক কি হয়েছে বলো তো?

হাত পায়ে আর
মোটে জের পাচ্ছি না!



জিভটা একবার
দেখাও দেখি?

অ্যা!



খাট থেকে নেমে
দাঁড়াতে পারবে?

পারবো না,
পড়ে যাবো।
হাত পা জব্ব
হয়ে গেছে।



কি রকম
দেখলেন?

খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছে
বেশ কয়েকদিন বিশ্রাম
ফলমূল আর ডালো
পুষ্টিবর খাবার দেন



একটা কথা বলতে চলেছি। ওর
হাত পা রোজ ম্যাসাজ করাবার
ব্যবস্থা করবেন।

হয়ে গেলো, নটে। ওটা
এবারে
আমাদের
ঘাড়েই
চাপবে।



বস্তুটাকে নিখাত
ছোড়া রোগে ধরেছে
স্যার।
এটা অন্য
ধরণের ছোড়া
রোগ, স্যার!



সাধারণ ডাক্তারের এই রোগ
সারাবার ক্ষমতা নেই, স্যার!
এ রোগের অন্য ডাক্তার আছে
এই রোগে বিশেষজ্ঞ একজনকে
নিয়ে আসবো, স্যার?



চল, ফলেট, আমরা
ডাক্তারের কাছে
গিয়ে সবকিছু বলে
সাহায্য চাই।
ঠিক বলেছি,
নব্বৈ ডাক্তারই
এই সফট থেকে
উদ্ধার করতে
পারে।



ঘাই হচ্ছে ঘটনা ঘটকুদা!
আমাদের সবেই বস্তু
অ্যাকটিং করছে। তাই
তোমাকে ডাক্তার হয়ে
আমাদের একটি
সাহায্য করতে
হবে।
ছোড়া
রোগের
ডাক্তার?
তাহলে
তেরী হয়ে
নিতে হয়।



ডাক্তারবাবুকে
নিয়ে এসেছি,
স্যার!



ঈ, ছোড়ারোগ!
তবে এই রোগের
একটাই ইক্সপার্ট
জাচ্ছে একেবারে
অব্যর্থ।
তাই দিত,
ডাক্তারবাবু
মাতে গের
যায়।



এই হচ্ছে ছোড়া রোগের
একমাত্র ওষুধ। এই
ইক্সপার্ট দিলে
রোগ পালাতে
পথ পাবেনা।



ওরে বাবারে!
গোছি রে!
ধরুন, ধরুন, রুগী
পালাচ্ছে!



দাওয়াইয়ের কি
ভেজে দেখলেন,
স্যার? প্রয়োগ
করতেই হলো।
না, দেখেই রোগ
আর রুগী দুইই
পালালো।
পালাবে
কেথায়?
ফিরলোওকে
সত্যিকারের
রুগী বানিয়ে
ছাড়লো!





নাটে আর ফাটে

নারায়ণ দেবনাথ



উরিষাস! ঠাকুর আজ জোড়া ইলিশ এনেছে রে, নটে। আজ ইলিশ মাছ দিয়ে জোর খাওয়া হবে!

আজ দারুণ মধ্যাহ্নেজে হবে কি বলিস? চল, ঠাকুরকে ডিরজেস করি!



আজ দুপুরের মেনু ইলিশ মাছের কোল, জাত হচ্ছে সুখি, ঠাকুর?

নেহি, নবুয়া আউর ফরুয়াবাবু! এই মছলি সুপারিটেনজাব শুধু জাজ্ঞা খাবেন!



আর সোবার জোলে সবজিকা ঘাঁটো!

এইসে, ঠাকুর! ভুমি খুউব ভালো! আমাদের দুজনকে চুপিচুপি দুটো জোড়া মাছ দিও!



ঠিক আছে, মখুন মছলি জোড়া হাবে তখুন চুপচাপ বিচনে চলে আসো!

মাছ জোড়ার গন্ধ পেলেই আনরা যাবে!



আমরা এখন এখানেই থাকি ফটে!

সেই ভালো! ঠাকুর যখন জোড়া শুরু করবে তখন গন্ধেই টের পাবো!



এদিকে-

শুনছি বাজারে নাকি খুব ইলিশের আমদানি হয়েছে. আর এদিকেও কিছুদিন ধরে আমার ইলিশমাছ তাজা খাওয়ার খুব ইচ্ছে হয়েছে। তাই ঠাকুরকে বলেছি আজ ইলিশমাছ জ্ঞানতে. দেখি গিয়ে যে ঠাকুর ইলিশমাছ পেলে কিনা!



এইসে, ঠাকুর! ইলিশমাছ পেয়েছো?

এইতো, দেখুন কেমন মছলি!



দারুণ মাছ এনেছো, ঠাকুর এমন
বড়ো সাইজের ইলিশ আজকাল
দেখাওঁ যায় না। শোনো, ঠাকুর, এই মাছ
জুনি ভাজবে আর আমি গরম গরম
খাবো!



ঘণ্টা দুই পরে-

নকুয়া আউর
ফকুয়া বাবুরকে
দোস্তো জোয়া নছলি
দিতে হবে।



ঠাকুর বোধহয় এখানো
মাছ ভাজতে শুরু করেনি
রে, ফটে!

তাই হবে। ভাজলে
এতোক্ষণে গন্ধ চলে
আসতো।



একটু পরেই-

৩ঃ! জোয়া শুরু
হয়েছে রে, ফটে!

কি গন্ধ বেরিয়েছে
বু, নটে! চল কিডনো
গিয়ে চুঁ মারি!



এসে গোছি, ঠাকুর!
মাছ ভাজা দাও!

এই নাও। লেবিস!
ইশিয়ার! কালুবার
দেখালে বহুত কামেলা
কোরবে।

দেখে এসেছি,
কেলুদো নেই!



ইলিশ ভাজা
থোত্তে কি দারুণ,
তাই না রে, ফটে?

যা বলেচিস,
নটে। ইলিশ
ভাজা কবে যে
থেকেছি মনেই
নেই!



এদিকে-

আঃ! স্যারের জন্যে
ইলিশমাছ ভাজার
সুগন্ধ বেরিয়েছে! দেখি ঠাকুরকে
পাগিয়ে পাগিয়ে যদি দুচারখানা
বাগানো যায়!



তুই ওটা আমাদের
দি, পেজু। আমরা তোকে
দশ টাকা দেবো!

দশ টাকা
দেবে? তাহলে
নাও, আমি
না হয় ডেবলুদাকে
আর একটা ধরে
দেবো!



এটাই এবার
কেল্টাকে স্যারের
গুডবুক থেকে
চুক করে সরিয়ে
দেবে!

প্যাকিং করার
কার্ডবোর্ডের
বাক্স ঘরেই
পাওয়া যেতে
পারে!



কাজ শেষ, এবার
এটা কেল্টার হাত
দিয়ে স্যারের কাছে
পৌছে দেওয়া।

কেল্টার নজরে
আনলেই কাজ
হয়ে যাবে!



এইযে ঠিক সময়েই বেরিয়েছি! হাজে
ওটা কি রে? কোথায়
যাচ্ছিল?

স্যারের
জুতো বাড়দিনের কেক
নিম্নে মাচ্ছি!



সেকি রে! আমি
থাকতে জোরা!
কেন? দে, ওটা
আমাকে
দে!

এনেছি আমরা
আর দেবে তুমি?
ঠিক আছে, তোমাকে
তো আর আমোদ
করতে পারি না!



জোরা? কি মনে
করে? হাতে ওটা
কি?

আপনার জন্যে
আমি বাড়দিনের
একটা সপ্তকেক
এনেছি, স্যার, এই
নিব!



বাঃ! তুই যে আমার
জুতো এতো ডাবিস?
ওঃ! অনেকদিন সপ্ত
কেক খাইনি রে কেল্টু!

এই কেকটা
স্পশাল
ডেরি, স্যার!



কাঁয়াক!

ইরক!



পালাবি কোথায়? এই
সপ্তকেকটা তোকে
জেজে খাওয়াবো রে
হাড়গিলে!

ওরে বাবারে!
ইলিশের বদলে
ব্যঙ জাজো? খেলে
মরে যাবো, স্যার!





নাস্তি আর ফল্টে

নারায়ণ দেবনাথ

কি ব্যাপার? তেরা গুলতি নিয়ে কোথায় যাচ্ছিস রে, নস্টে আর ফল্টে?

জানো না বুঝি, অল মুটেপাড়া ক্যাটাগুরিট থ্রো প্রতিযোগিতা হবে! তাতে অংশগ্রহণের জন্যে লক্ষ্যভেদে প্র্যাকটিস করতে যাচ্ছি।

বলিস কি রে? তা সেটা আমাকে তো আগে বলিস নি! আমি তাহলে তোদের তালিম দিচ্চুম।

জকি কেলুদা! এই গুলতিতেও তোমার এলেম আছে জানতাম না তো!

সুনবি কি করে বল! আমি তো বলিনি। সেবার অল গুলপাড়া গুলতি ছোড়া প্রতিযোগিতায় সোনা জেতার মুহুর্তে দমকা কাশি এল লক্ষ্যবিন্দু করে দিয়ে সোনার মেডেলটা হাতছাড়া করে দিলো!

ইস! তাই বুঝি!

হ্যাঁ, রে, কি আর করা যাবে। বিকেলে আমি তোদের নিশানার পরীক্ষা নেবো।

ঠিক আছে কেলুদা! তাই হবে!

বিকালে- (এই যে, কেলুদা!)

আমি একটু বেরোচ্ছি একটু নজর রাখবি!

(কোন চিন্তা নেই, স্যার! নিশ্চিন্তে যান।)

শান, চলন্ত ডিভিস লক্ষ্যবিন্দু করবি। জেতরে একটি কুকুর দেখে এলোচ্ছি! আমি গিয়ে হেই হেই করলেই ওটা ছুটে বেরোবে,

আর দেখবো তেরা ওটাকে তোর লাগা গুপারিস কিনা!

হেই-হেই! উফ-গোছিরে!

গুলতি ছুড়ে আমার পীল ঢিলে করার ধান্দায় ছিলি, শয়তান নস্টে আমার ফল্টে!

মরেচে! স্যার এলো কোথেকে রে, ফল্টে?

কুকুর স্যার হয়ে গেলো কি করে রে, নস্টে?

কি হয়েছে, স্যার? (আর এই পাঁজি ককিয়ে উঠলেন কেন?)
হঠাৎ ভাড়া নটে।
তার ফন্টটা গুলটি
মেরে আমাকে লোজা
হাসপাতালে পাঠাবার
ডাল
করেছিলো!



একটা শুড় কাগজের যাদুয়
আমাকে চোট লাগিয়ে বাধা দিয়ে
পাও করে দিলো! সাজা সরুপ
আজি তাদের দুপুরে খাওয়া
বন্ধ। নজর রাখবি কেন্দু!



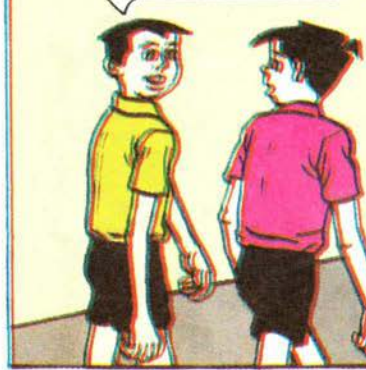
কড়া নজর
রাখবো,
স্যার!

পরে- (আমাদের বিশ্বাসের সুযোগ
নিম্নে কেলো কিরকম দু-
নম্বরী করলো দেখলি? যার জেরে
খাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী।)



এর প্রতিবিধান একটা
করতেই হবে,
নটে!

দুপুরে- চল, নটে, ঠাকুরকে
ম্যানেজ করে যদি
কিছু বাগানো যায়!



ভাই চল, ফন্টে
পোট তো চুই চুই
শুরু করেছে!

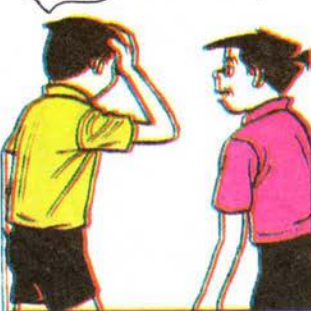
আজ কি মেনু হয়েছে
পো, ঠাকুর?



আজ সবার জোন্ডে
টিকেন বিরিয়ানি
হোচ্ছে নকুমা আর
ফকুমা বারু!



কলুন্দা জেনে
বুকেই আজ
কাণ্ডটা ঘটালো
রে, নটে!
ইস!



দেখি যদি
ঠাকুরকে
ম্যানেজ
করা যায়!

তখনই- এইম, নটে আর
ফন্টে! ওদিকে
একদম পা বাড়াবে না!
স্যারের কড়া নিষেধ!
হেঃ-হেঃ!



শ্বিদেয় পোট
জ্বলছে রে,
নটে!



(পেটের আর
মনের জ্বালা!
একসঙ্গে চেপে
এখন আপাততঃ
বসে থাক।)





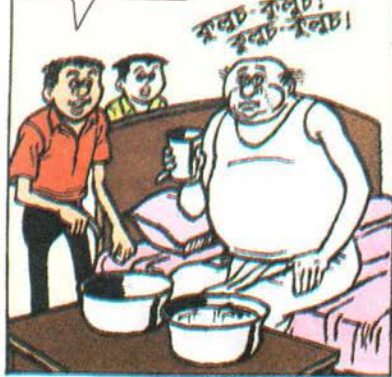




বারাণ দেবনাথ

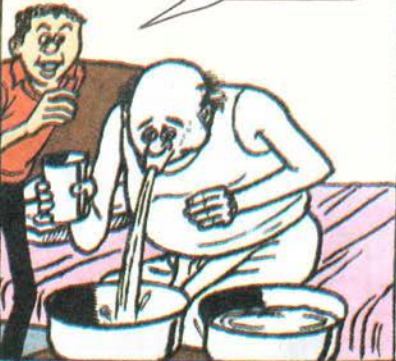


আপনার ওষুধ জলে মিশিয়ে তৈরি করে দিয়েছি। আপনাকে আর উঠতে হবে না। ওখানে বসেই কুলকুচি করে এটায় ফেলুন।



কিছুক্ষণ পরে-

জালা করে কুলকুচি করুন, স্যার, দেখবেন দাঁতের ব্যথা বেদনা সব উধাও হয়ে প্যাছে!



উলঙ্কুস!



উরপ!

কি-কি হলো, স্যার? কোন গুণগোল? মানে-



দেখা, হতচ্ছাড়া ছুঁচো, তোর আনা ব্যথার ওষুধে আমার কি হাল করেছে! সব দাঁতই আলগা হয়ে খসে পড়েছে।



ইল্লে-একদিকে তো জালাই হয়ে, স্যার! দাঁত না থাকায় আর দাঁতের ব্যথাও থাকবে না!

আমার দাঁত খসিয়ে তুই আমার হাড় মাংস মাছের মূড়ে চিবাবোরি রাবোদি বাজিয়েছিস। তোকেও আমি তোর ওষুধে কুলকুচি করিয়ে ছাড়বো!



মানে হচ্ছে, স্যার আজ কেল্টদাবো সহজে ছাড়বেনা।



কুলকুচি করিয়ে কেল্টর দাঁতও খসিয়ে ছাড়বে।



নারায়ণ দেবনাথ



একি! এসব কি নিয়ে
খাচ্ছিস? নিষিদ্ধ
সমাগলিং করা
খাবার?

ন-না, স্যার।
এ হচ্ছে
কলুদার
অত্যাশ্চর্য
চন্দনবাটা!



আমি বলছি, স্যার! এই চন্দন
সর্বভাঙ্গী একসন্ন্যাসী আমাকে দান
করে হিমালয়ে চল গেছেন। উনি বলেছেন
এই চন্দন কপালে লাগালে চোখের
সামনে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান জেসে
উঠবে!



বলিস কিরে! তাই ঠিক করেছে
এভো দুর্দান্ত
জিনিষ!

সবাই যাতে এর
সুফল পায় তার জেলে
এই বোটোয় ডরা চন্দন
বিতরণ করবো, স্যার!



দেখি ভোর একটা কৌটো
অত্যাশ্চর্য চন্দন লাগিয়ে
ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমানটা
একবার দেখি!

চন্দন
স্যার
আমিই
লাগিয়ে
দিচ্ছি



ভ্যাপনি চোখ বুঁজে থাকুন
স্যার! আমি আস্তে আস্তে
লাগিয়ে দিচ্ছি, দেখবেন চোখের
সামনে ভূত, ভবিষ্যত, বর্তমান
জেসে উঠছে!

বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছে
রে, কেঁকু!



আত্মঘাটা পর-
চন্দন বলে কি লাগালি
রে, কেঁকু? এভো প্রচণ্ড
জ্বালার সঙ্গে ফেরজা
পাড়ছে! একি হলো, রে?

কিন্তু, স্যার,
চোখের সামনে
বিহু জাসছে না?



ওরে গেছিরে! একি হলো রে!
চোখ ত যে প্রচণ্ড জ্বালা
করে কাপসা হয়ে
আসছে রে!

এইবার তাহলে ভূত
ভবিষ্যত আর বর্তমান
নিশ্চয় চোখে জাসবে
স্যার! কি জাসছে তা?



হ্যাঁ, এবার পরিষ্কার জাসছে। তবে ভূত
ভবিষ্যত নয়, আমার হাতে বর্তমানে
ভোর অবস্থা কি হবে সেটাই জাসছে।
নল্টে আর ফল্টে, আমার মুণ্ডরটা
নিম্নে আয় তো!



এইম্নে স্যার, এনেছি
ডগ সান্নোঙ্গীর
শুষ্ক পাত্রে
বেকুন্দাকে
এখন ভুতে
যেতে হচ্ছে!



ওরে বাবা
রে! এ
মুণ্ডরের
এক ছা
খোলে
আমি যে আর
বর্তমানে থাকবো না স্যার!

নান্ট আর ফান্ট



নারায়ণ দেবনাথ





শোনো, আমি খুবই
বিপদে পড়ে গেছি।

কি বিপদ
স্যার?



আমার এই ব্যাগে পঞ্চাশ হাজার
টাকা আছে, কিন্তু মুকিল হচ্ছে
সবটাই কালো টাকা।



আমি এখানে থাকবো না, তাই এই
কালো পঞ্চাশ হাজারের অর্ধেক পেলেই
তাকে দিয়ে দেবো। তোমার কাছে
কতো আছে?

অজো টাকা আমার
কাছে নেই।



কতো আছে
তোমার কাছে?

পাঁচ হাজার
আছে। এই
মাত্র চেক
ডাঙালাম।



এ্যাঃ! পঞ্চাশের বদলে পাঁচ হাজার!
ঠিক আছে তাই দাও। কালো টাকা
নিম্নে ছোরা যায় না।

কি আর
করা
যাবে
দাও
আর
নাও।

আপনি
বদলে এ
টাকাটা
দেবেন?



এই কালো টাকা কিন্তু
রাস্তায় বের করবেন।
কেউ দেখে ফেললে
বিপদ হবে!

না, ঘরে না ফিরে
খুলবোনা।
সার দারুণ
খুশি হবে। পাঁচ
হাজারের চেয়ে পাঁচ
পঞ্চাশ হাজার!



এই নিন, স্যার,
আপনার পাঁচ
হাজার নিয়ে
একজনের পঞ্চাশ
হাজার কালো টাকা
এনেছি।

বলিস কিরে,
কেলু? দে তো
দেখি।



অ্যাঃ! একি! এতো
নোটের আমদলে কাটা
কালো কাগজে ভর্তি!

ওরে বাবা!
একি রে?
কি করে
হলো?



হতচ্ছাড়া হাড়গিলেটা
লুকিয়ে পড়েছে। ওকে
খুঁজা বের করা আরপার
এটা ওর মাথায় ডাঙবো।

চিন্তা নেই,
স্যার, ওকে
খুঁজে বের
করাছি।



দেখলে, কেলুটনা!
তালো খেললো
পূর্বাকল আর
জিতলো পশ্চিম!

মাকে বলে
তালো খেলিয়াও
পরাজিত!

মা
বলেছে,
কেলুটনা!



এবার চল, তাজাডাড়ি বোড়িংয়ে পৌছতে হবে।
ন্যাহলে আবার দেরির কফিয়ত দিতে হবে!

মান্নাখানের
ছেলেটাকে
কেলু বলে
মনে হচ্ছে!



নারায়ণ দেবনাথ

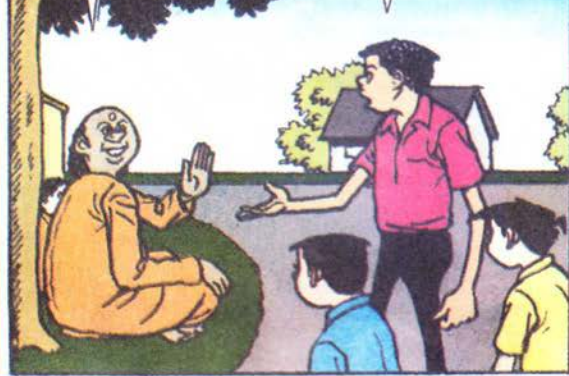
এইষে, বাছা, কেলুটরাম!
কাছে এসো, বৎস!

ক-ক আমাকে
ডাকলো রে, নন্টে
আর ফন্টে!



আমি ডাকিয়াছি
বৎস!

কিন্তু আগনি আমার নাম
জানলেন কি করে?



মায়ের কুপা থাকলে
সবকিছুই জানতে পারা
মায় বৎস!
জয় মা!



যে জন্যে ডেকেছি, শোন!
তোমাদের কাছে গোটা
কয়েক মুদ্রা পাওয়া
মাবে?

কেন, মুদ্রা দিয়ে
কি হবে?



এবার দেখো! কি দেখছে? তোমার
দেওয়া তিনটি মুদ্রা ছুটি হয়েছে। তাই না?
এ সব কিছুই মায়ের ইচ্ছায়!



মুদ্রা না থাকলে মুদ্রা তৈরি করা যায়না,
তাই তোমাদের কাছে চেয়েছিলাম। এবার
তোমাদের দেওয়া মুদ্রা তোমরা ফেরত নিয়ে
নাও। বাকি নয়া তিনটি আমার রইলো।
এতেই এখন চলে যাবে।



দেখলি, নটে আর ফণ্টে!
দুখের সামনে না হলে
বিশ্বাসই হতো না।



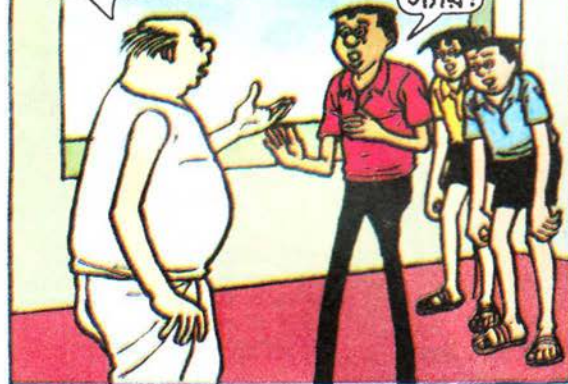
সত্যি কেলুইদা,
অবিশ্বাস্য ঘটনা
বটে। তবে আমাদের
মুদ্রা কিন্তু তোমার
পকেটে ঢুকেছে কেজুদা!

ডেকির টোপ গিলেছে
রে, গুটকে! এখন এখানেই
থেকে ফাই।



তোরা বড়ো মস্তিষ্ক
হয়ে যাচ্ছিস। চল,
আগে স্যারকে এই
বিশ্বাস্য ঘটনাটা
জানায়ে।

ফিরতে এতো দেরি কেন?
আর এতো হাঁপাচ্ছিসই
বা কেন?



সব বলছি, স্যার।
দৌড়তে দৌড়তে আসছি
একটু দম নিয়ে নিই
স্যার!

ফেরার পথে একটা গাছের নিচে বসা একজন
তান্ত্রিক মতো লোক আমার নাম ধরে ডাকলো।
সামনে যেতে দু তিনটে কয়েন চাইলো। তিনটে
কয়েন দিতে প্রায় মিনিটখানেকের মধ্যেই সোটা
দ্বিগুন করে তিনটে বিজে রেখে আমাদের কয়েন



ফিরিয়ে
দিলো!

বলিস কিরে, কোল্ট? চাকা ডবল করে তোদের টাকারটা ফেরত দিয়ে দিলো?

হ্যাঁ, তবে আর বলছি কি, স্যার! এই তো নটে আর ফেরতও তো দেখেছে!



তোর কি রে? এমন সিদ্ধাপুরুষ মনুষ্যসমীক তোরা ফেলেছিলি, সঙ্গে নিয়ে আসতে পারলি না?

এখানে ওখানেই পাওয়া যাবে, স্যার। গিয়ে নিয়ে আসবো?



আবার জিজ্ঞেস করছিস? অর্থ দিয়ে যে অর্থ উৎপাদন করতে পারে এরকম এক অসোসিদ্ধ মহাপুরুষকে তাক্তি সহকারে নিয়ে আয়!

এখুনি আমিই যাচ্ছি স্যার! নটে আর ফেরত যাবার দরবার নেই!



আমাদের বোর্ডিং স্কুলের সুপারিনটেন্ডেন্ট স্যার আপনাকে নিয়ে যেতে পাঠিয়েছেন।

যেতে বলেছেন যখন তখন তো যেতেই হবে। চলরে, গুটকে!



আঙ্গুন-আঙ্গুন! আপনাকে আমাদের বোর্ডিং স্কুলের গুরুত্ব থেকে সাদর অত্যাখ্যা আর প্রণাম জানাচ্ছি!

মাস্টার ইচ্ছাম মনের বাসনা পূর্ণ হোক। আমি আর আপনার গুরু একই গুরুর মন্ত্রশিষ্য!



একই গুরুর শিষ্য যখন তখন আপনিও আমার গুরুরই সমান। এখন সামান্য কিছু জলযোগ করে এখানে বিশ্রাম করুন।

আমার জন্যে উদ্ভিন্ন হবার কারণ নেই। আমরা তিক্ত মানিয়ে নেবো।





পরদিন বিকেলে-

পঞ্চাশহাজার টাকা
ডবল হবে! জাবতেও মন
খুশিতে মন জরে উঠছে। ব্যাঞ্চে রাখলে ডবল
করে হতো তার ঠিক নেই। এ একেবারে এক
রাতেই দ্বিগুন!



এই নিন আপনার
কথা মতো আমার
সঞ্চিত অর্থ পঞ্চাশ
হাজারের পুটলি!

বাঃ! ঠিক আছে!
দিনে আমার
হাতে দিনে!



শোন, কল্কটরাম! কিছু ভালো সল্বেশ
আর ফুলের যোগাড় রাখবে। এটা দু'তিন
মুদ্রার ব্যাপার নয়। এটাতে মাসের
নামে ফ্রিয়া কর্ম করতে
হবে।

কিছু জবাব
না। সব
জোগাড়
হয়ে যাবে!



জাবছি আজ রাতেই ফ্রিয়া
কর্মে বসবো। তবে ঘরে শুধু
আমি আর গুটকে থাকবো
আর কেউ থাকবে না।

ঠিক আছে, থাকতে
চাইও না। আমি
চাই যতো জাড়া জাড়া
সম্ভব অর্থ দ্বিগুন
হোক।



চলবে গুটকে!
ঘরে গিয়ে সব
তোড়তোড়
করতে হবে!

জাই চলুন
গুরুদেব!



বেশ কিছুক্ষণ পর-

দেখেছি,স,
নটে! কল্কেটা সব রুটিত্ব এক
নিতে চাইছে, গুটকের সঙ্গে লেপট
রয়েছে!

এতো ওদের
হর। জবল
দিয়ে উকি
মেরে দেখি
ওরা কি
করছে!



তখন ঘরে-

ভোর হাতে পঞ্চাশ হাজার
টাকার আসল নোটের
পুটলি আর আমার হাতে
ওর ডবল স্নেহ সাদা কাট
কাগজের পুটলি। এবার
কি বুঝলি, রে, গুটকে?

সাদা কাগজের
পুটলি রেখে আসল
নিম্নে
হাওয়া
হয়ে
যাবে!

কিসাংঘাতিক ব্যাপার রে,
নটে! এরা হচ্ছে ঠকবাজে!
লোভ দেখিয়ে স্যারের টাকা
হাভাবার ভাল করেছে। এটা
আটকাতেই হবে!

দাঁড়া, আমার মাথায়
একটা প্র্যান এসেছে!

আমরা একটা নকল পুঁটলি
ভরি করে মাওকা বুকে
টাকার পুঁটলি সরিয়ে নকল
পুঁটলি রেখে আসবো।

দারুণ প্র্যান!

সেইমতো আমি কেঁটুরামকে
একটু তুজু দিয়ে আসি
তুই পুঁটলির কাছে থাক।

এই মাওকা
ফকটে!

এই গুটকে, রসগোল্লা খাবি?

হ্যাঁ, খাবো।

তখন আরো চেয়েছিল কিন্তু
দেয়নি, এখন আমি দিচ্ছি খা।

উলস! রসগোল্লাগুলো
কি ভালো!

ব্যাটা ঠক জেকদারী
জানতেও পারলোনা
যে কি ঘটে গেলো!

শুরু হলো অর্থ ডবলের প্রক্রিয়া-
হিংটিং ছট-অর্থ ডবল হোক
আটপট। অং বং চং
অর্থ ডবলং ডবলং
ডবলং!

